বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসার বনাম শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ধারাবাহিকতা

অর্ণব কুমার ব্যানার্জী

ডঃ অর্ণব কুমার ব্যানার্জী কলকাতা বিজয়গড় কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও জার্নালিসম ও মাস কমুনিকেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। তিনি 'বিজ্ঞান মেলা' নামক একটি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ও একজন বিজ্ঞান প্রচারক।গত দুই দশক ধরে তাঁর লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।বেতার ও দূরদর্শনেও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়মিত।বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসেবেও তিনি বিশেষ পরিচিত।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের ইতিহাস ঠিক কতদিনের তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।আসলে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, 'বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ' বলতে আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাইছি? সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সহজভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপন করাই হলো বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ।তবে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে পাঠক, শ্রোতা, দর্শক যেন আনন্দের সাথে বিষয়টি গ্রহণ করে।বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ইতিহাসে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর থেকে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য – প্রত্যেকেই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ হয়েছিল অজান্তেই।একথা পরিস্কার যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের মূল কথাই হলো জনমানসে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া।এ কাজটি ঘটতে পারে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ও বই এর মতো মুদ্রন মাধ্যমের সাহায্যে।আবার শ্রাব্যমাধ্যম হিসেবে এই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটি করতে পারে বেতার।দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে এই কাজটি করে চলেছে টেলিভিশন।আবার বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন এই দায়িত্ব নিতে পারে।বিজ্ঞান সংগঠনের মাধ্যমে যখন বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটি চলে, সেক্ষেত্রে প্রচারের মূল হাতিয়ার হয় লিফলেট ও পুস্তিকা।কোনো কোনো ক্ষেত্রে অডিও সিডি বা ভিসিডি ও দেওয়া হয়।আবার বক্তৃতা, আলোচনার মত মৌলিক মাধ্যমকেও ব্যবহার করা হয়।সঙ্গে স্লাইড শো এর ও ব্যবস্থা থাকে।

বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটি চলছে।বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি ই-জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।আধুনিক মোবাইল ফোনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে।ফিল্মসের মাধ্যমেও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ চলছে।তবে ভবিষ্যতের পথ কিন্তু ভাবাচ্ছে।শুধু নতুন নতুন মাধ্যম চালু করলেই হবে না।বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালোবাসা ও মূল্যবোধ গঠন করতে হবে।তাহলেই সব মাধ্যমে সব উদ্যোগ সফল হবে।